

- হজ্জ -

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَيُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

আর এ ঘরের হজ্জ করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার। আর যে লোক তা মানে না - আল্লাহ সারা বিশ্বের কোন কিছুই পরোয়া করেন না। (৯৭, সূরা আল-ইমরান)

হজ্জ সম্পর্কীয় কিছু হাদিস :

Narrated 'Aishah, ® the mother of the faithful believers: I said, " O Allah's Messenger! We consider Jihad as the best deed. Should we not participate in Jihad" The Prophet (S) said, " The best Jihad (for women) is Hajj-Mabrur." - 1520/2-Sahih Al-Bukhari.

Narrated 'Abis bin Rabia: 'Umar ® came near the black stone and kissed it and said, " No doubt, I know that you are a stone and can neither harm ® (anyone) nor benefit anyone. Had I not seen Allah's Messenger (s) kissing you, I would not have kissed you." - 1596/2-Sahih Al-Bukhari.

Narrated 'Aishah ® : I was menstruating when I reached Makkah. So, I neither performed Tawaf of the Ka'bah, nor the Tawaf - [Say (going)] between As-Safa and Al-Marwa. Then I informed Allah's Messenger (s) about it. He replied, "Perform all the ceremonies of Hajj like the other pilgrims, but do not perform Tawaf of the Ka'bah till you get clean (from your menses)." - 1650/2-Sahih Al-Bukhari.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম (সাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা বায়তুল্লাহ শরীফের উপর প্রত্যহ একশত বিশটি রহমত নাযিল করেন। তন্মধ্যে ষাটটি রহমত তাওয়াক্কালীদের জন্য, চল্লিশটি নামায আদায়কারীদের জন্য এবং বিশটি বায়তুল্লাহ শরীফের দর্শনকারীদের জন্য। - হজ্জ ও মাসায়েল।

হযরত (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার যিয়ারত করিবে, সে কিয়ামতের দিন আমার আশেপাশে থাকিবে। - মেশকাত।

হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করিল, আমার উপর তাহার শাফায়াত ওয়াজিব হইয়া গেল।

হযরত আবু হোরায়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, আমার এই মসজিদে এক নামায মসজিদে হারাম ব্যতীত অপরাপর মসজিদের এক হাজার নামাজ অপেক্ষাও উত্তম। - বোখারী, মুসলিম।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার মসজিদে পর্যায়ক্রমে ৪০ ওয়াক্ত নামায আদায় করিবে তাহাকে দোযখ হইতে মুক্তির ছাড়পত্র দেওয়া হইবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ সমাপন করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন উহা যথা-শীঘ্র আদায় করিয়া নেয়। - আবু দাউদ।

কয়েকটি মাসআলা :

মাসআলা : যদি কাহারো নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়ী, জমি অথবা অন্যান্য মাল-সামান থাকে আর তিনি উহার আয়ের মুখাপেক্ষী না হন এবং উহা এত মূল্যমানের হয় যে, তাহা বিক্রয় করিয়া হজ্জ সমাপন করিতে পারেন তাহা হইলে হজ্জের জন্য ঐ সব বিক্রয় করিয়া দেওয়া ওয়াজিব। পৃ-৪২, হজ্জ ও মাসায়েল।

মাসআলা : যদি কাহারো উপর হজ্জ ফরজ হইয়া যায়, এবং তিনি হজ্জ সমাপন না করেন, পরিশেষে নিঃস্ব হইয়া যান। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তির যিম্মায় হজ্জ বাকী থাকিয়া যাইবে। পৃ-৪৪, হজ্জ ও মাসায়েল।

মাসআলা : যদি স্ত্রীর উপর হজ্জ ফরজ হয় এবং সঙ্গে যাওয়ার মত মাহরামও বর্তমান থাকে, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে ফরজ হজ্জ হইতে বিরত রাখিতে পারিবে না। পৃ-৪৮, হজ্জ ও মাসায়েল।

মাসআলা : যে ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হইয়াছে এবং আদায় করার জন্য পর্যাপ্ত সময়ও পাইয়াছেন, কিন্তু তবুও আদায় করেন নাই, তাহার উপর হজ্জ আদায় করাইবার জন্য ওসিয়ত করিয়া যাওয়া ওয়াজিব।

হজ্জের ফরজ :

- (১) ইহরাম বাঁধা - মিকাতে গিয়ে সেলাই বিহীন কাপড় পরা, নিয়ত করা, তালবিয়াহ পাঠ করা ।
- (২) আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা - ৯ই যিলহজ্জের সূর্য হেলিয়া পড়ার পর হইতে ১০ই যিলহজ্জের সুবহে-সাদিক পর্যন্ত যে কোন সময় এক মূহর্তের জন্য হইলেও আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা ।
- (৩) তাওয়াফে যিয়ারত করা - ১০ই যিলহজ্জের ভোর হইতে ১২ই যিলহজ্জ পর্যন্ত যে কোন দিন মাথার চুল মুড়ানো বা ছাঁটার পর কাবা তাওয়াফ করা ।

হজ্জের ওয়াজিব :

- (১) মুযদালিফায় অবস্থান, (২) সাঈ - সাফা মারওয়ায় দৌড়ানো, (৩) রামি - শয়তান ঢিলানো, (৪) কোরবানী করা, (৫) মাথার চুল মুড়ানো বা ছাঁটা, (৬) তাওয়াফে বিদা - বিদায়কালীন তাওয়াফ ।

তালবিয়াহ :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا ثَرِيكَ لَكَ

লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, লাব্বায়েক লা শারীকা লাকা লাব্বায়েক, ইন্নাল্ হামদা ওয়ান্নেমাতা লাকা ওয়াল মুলুক্ লা-শারীকা লাক্ ।

অর্থঃ আমি উপস্থিত, ইয়া আল্লাহ ! আমি উপস্থিত । আমি উপস্থিত, তোমার কোন শরীক নাই, আমি উপস্থিত । নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নিয়ামত তোমার এবং রাজত্বও তোমারই । তোমার কোন শরীক নাই ।

যে সব স্থানে বিশেষভাবে দোয়া কবুল হইয়া থাকে :

মাতাফ (তোয়াফ করার জায়গায়), মুলতায়াম (বায়তুল্লাহর দরজা ও হাজারে আসওয়াদ এর মধ্যবর্তী দেওয়াল), মীযাবে রহমত (বায়তুল্লাহর প্রণালীর নীচে), বায়তুল্লাহর অভ্যন্তরে, যমযম কূপের নিকটে, মাকামে ইবরাহীমের পিছনে, সাফার উপরে, মারওয়ান উপরে, সাঈ করার স্থানে, আরাফাতের ময়দানে, মুযদালিফায়, মিনায়, জামারাতের নিকটে, বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে চোখ পড়ার সময়, হাতিমের ভিতরে, হাজারে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানীর মাঝখানে ।

হজ্জ সম্পর্কীয় পরিভাষা :

ইহরাম - ইহার অর্থ হারাম করা । মিকাতে গিয়ে সেলাই বিহীন দুই টুকরা কাপড় পরিয়া হজ্জ বা ওমরাহর নিয়ত করার মাধ্যমে কিছু কাজ হারাম হয়ে যায় ইহাকেই ইহরাম বলে ।

এফ্রাদ - শুধু হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধা এবং শুধু হজ্জের ত্রিফাতি সম্পাদন করা ।

বায়তুল্লাহ - দুনিয়ার সর্বপ্রথম উপাসনালয় । ফেরেশতাগন হযরত আদম (আঃ) এর সৃষ্টির বহু পূর্বেই উহা নির্মাণ করিয়াছিলেন । হযরত আদম (আঃ) তাহা পুনর্নির্মাণ করেন । অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং তারপর কুরাইশরা পুনর্নির্মাণ করে । অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) এবং সব শেষে উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান উহার পুনর্নির্মাণ করেন । এর পরও কিছু কিছু সংস্কারের কাজ করা হয়েছে ।

তামাত্তো - হজ্জের মওসুমে প্রথমে ওমরাহ পালন করিয়া পরে হজ্জের জন্য পুনরায় ইহরাম বাঁধিয়া হজ্জ সমাপন করা

তালবিয়াহ - লাব্বাইকা পুরা পাঠ করা ।

জামারাত - মিনায় তিনটি স্থানে উঁচু স্তম্ভ নির্মিত রহিয়াছে । সেখানে কংকর নিক্ষেপ করা হয়, ইহাকে রামি বলা হয় । স্তম্ভ তিনটির নাম জামারাতুল-উলা (পূর্ব দিকে প্রথমটি), জামারাতুল-উস্তা ও জামারাতুল-উখরা ।

জাম্নাতুল মালা - মক্কার কবরস্থান ।

জাবালে রহমত - আরাফাতের একটি পাহাড় যেখানে বিদায় হজ্জ হজুর (সাঃ) খুতবা দেন ।

হাজারে আসওয়াদ - কালো পাথর । ইহা বেহেশতের একটি পাথর । উহা বায়তুল্লাহ শরীফের পূর্ব-দক্ষিণ কোণের এক পুরুষ সমান উচ্চতায় বায়তুল্লাহ শরীফের দেয়ালে স্থাপিত রহিয়াছে ।

হাতীম - বায়তুল্লাহ শরীফের উত্তর দিকে বায়তুল্লাহ শরীফ সংলগ্ন এক পুরুষ সমান উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত কিছু জায়গা ।

হজ্জ মাবরুর - যে হজ্জের পর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি জন্মে এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তাহাই হজ্জ মাবরুর ।

দম - ইহরামের অবস্থায় কোন কোন নিষিদ্ধ কাজ সম্পাদন করার কারণে বকরী, দুগ্ধ প্রভৃতি যবেহ করা ওয়াজিব হইয়া যায়, উহাকে দম বলা হয় ।

রামি - জামারাতে কংকর নিষ্ক্ষেপ করা ।

রুকনে ইয়ামানী - বায়তুল্লাহ শরীফের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ ।

যম্বাম - মসজিদে হারামের ভিতরে বায়তুল্লাহর নিকটে একটি প্রসিদ্ধ ফোয়ারার নাম, যাহা আজকাল কূপের আকারে রহিয়াছে । এটি আল্লাহ তাআলা আপন কুদরতে তাঁহার প্রিয় নবী হযরত ইসমাঈল (আঃ) এবং তাঁহার জননী হযরত হাজেরা (আঃ) এর জন্য প্রবাহিত করিয়াছিলেন ।

সাগ্ন - সাফা ও মারওয়া নামক পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বিশেষ পদ্ধতিতে সাতবার দৌড়ান ।

সাফা - বায়তুল্লাহর নিকটে দক্ষিণ দিকে একটি ছোট পাহাড়, যাহা হইতে সাগ্ন আরম্ভ করা হয় ।

তাওয়াফ - বিশেষ পদ্ধতিতে বায়তুল্লাহর চারিদিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা ।

উমরাহ - মীকাত হইতে ইহরাম বাঁধিয়া বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা এবং সাফা মারওয়ায় সাগ্ন করা

আরাফাত - মক্কা শরীফ হইতে প্রায় ৯ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত একটি ময়দান, যেখানে হাজী সাহেবরা ৯ই যিলহজ্জ তারিখে অবস্থান করিয়া থাকেন ।

ক্বেরান - হজ্জ এবং উমরাহ উভয়ের জন্য এক সাথে ইহরাম বাঁধিয়া প্রথমে উমরাহ এবং পরে হজ্জ সমাপন করা ।

মাতাফ - বায়তুল্লাহ শরীফের চতুর্দিকস্থ তাওয়াফ সমাপন করার স্থান, যেখানে মর্মর পাথর আছে ।

মাকামে ইবরাহীম - একটি বেহেশতী পাথরের নাম । হযরত ইবরাহীম (আঃ) ইহার উপরে দাঁড়াইয়া কাবা গৃহ নির্মান করিয়াছিলেন । ইহা মাতাফের পূর্ব প্রান্তে মিন্বর এবং যম্বাম এর মধ্যবর্তী স্থানে একটি জালিবিশিষ্ট গম্বুজের মধ্যে রক্ষিত রহিয়াছে ।

মিনা - মক্কা মুয়াযযামা হইতে তিন মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম । সেখানে কংকর নিষ্ক্ষেপ ও কোরবানী করা হয় ।

মসজিদে নামিরাহ - আরাফাত ময়দানের কিনারায় অবস্থিত একটি মসজিদ ।

মুযদালিফাহ - মিনা এবং আরাফাতের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত একটি ময়দান, ইহা মিনা হইতে তিন মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত ।

মারওয়াহ - বায়তুল্লাহ শরীফের পূর্ব-উত্তর কোণের নিকটে ছোট একটি পাহাড়, যেখানে পৌছিয়া সাগ্ন সমাপ্ত হয় ।

ইয়ালামলাম - মক্কা হইতে দক্ষিণ দিকে দুই মনজিল দূরে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম । ইহা পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশ সহ দূরপ্রাচ্য হইতে আগত লোকদের মিকাত ।

- কুরবানী -

সর্বপ্রথম কুরবানী :

হযরত আদম (আঃ) এর দু'পুত্র হাবিল ও কাবিল সর্বপ্রথম কুরবানী করেন। কুর'আনে এর বর্ণনা হলো -

- এবং তাদেরকে আদমের দু'পুত্রের কাহিনী ঠিকমত শুনিয়ে দাও। যখন তারা দু'জনে কুরবানী করলো, একজনের কুরবানী কবুল হলো, অপর জনের হলো না। ২৭, সূরা মায়েদাহ।
- এবং আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানীর এক রীতি-পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছি, যেন তারা ওসব পশুর উপর আল্লাহর নাম নিতে পারে যেসব আল্লাহ তাদেরকে দান করেছেন। ৩৪, সূরা হজ্জ।

বর্তমান কুরবানীর প্রচলন :

হযরত ইবরাহীম (আঃ) কতুক আল্লাহর নির্দেশে নিজ পুত্র সন্তান হযরত ইসমাইল (আঃ) কে কুরবানী করায় আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে জন্ম কুরবানীর নির্দেশকে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত (সামর্থবান) উম্মতের জন্য ওয়াজিব করে দিয়েছেন। সূরা সাফফাতের আয়াত ১০২-১১১ দ্রষ্টব্য।

“অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম তাকে বললঃ বৎস। আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কি দেখ। সে বললঃ পিতাঃ! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে সবারকারী পাবেন।” ১০২-সূরা সাফফাত।

কুরবানীর ফযীলত :

“যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ কুরবানীর রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে ভাল কাজ আল্লাহর কাছে আর কিছু নাই। কুরবানীর রক্ত মাটিতে পড়ার আগেই তা কবুল হয়ে যায়।” -তিরমিযি, ইবনে মাজাহ।

হজুর (সাঃ) বলিয়াছেন, “কুরবানীর পশুর প্রত্যেকটি পশমের জন্য একটি করিয়া সওয়াব পাওয়া যাইবে।” -তিরমিযি, ইবনে মাজাহ।

“ওসব পশুর রক্ত-মাংস আল্লাহর কাছে কিছুই পৌঁছে না - বরঞ্চ তোমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের তাকওয়া তাঁর কাছে পৌঁছে।” ৩৭-সূরা হজ্জ।

তক্বীরে তশরীক :

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার - লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আল্লাহ আকবার - আল্লাহ আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্দ

৯ই যিলহজ্জ (হজ্জের দিন) ফজর হইতে ১৩ই যিলহজ্জ আসর পর্যন্ত মোট ২৩ ওয়াক্ত ফরজ নামাযের পর একবার করিয়া “তক্বীরে তশরীক” পড়িতে হইবে।

কুরবানীর হুকুম ও মাসায়েল :

- যার ওপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজেব তার ওপর কুরবানী ওয়াজেব।
- মানত এর কুরবানী ওয়াজেব। এর সমস্ত গোশত গরীব ও অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে, নিজেরা খাওয়া যাবে না।
- যিলহজ্জ মাসে চাঁদ ওঠার পর থেকে কুরবানী পর্যন্ত চুল ও নখ না কাটা উত্তম। - মুসলিম।
- যিলহজ্জের ১০ তারিখ থেকে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কুরবানী করা যায়, তবে ঈদুল আযহার দিন কুরবানী করা উত্তম।

- কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবাহ করা উত্তম । সম্ভব না হলে যবাহর সামনে থাকা উচিত ।
- হজুর (সাঃ) কুরবানীর দিন সকালে কিছু না খেয়ে একবারে কুরবানীর গোশত খেতেন ।
- গরু, মহিষ ও উটের মধ্যে ৭ জন অংশীদার হতে পারবে, এতে প্রত্যেকের নিয়ত কুরবানী অথবা আকীকা হতে হবে ।
- অংশীদারদের অনুমতি কুরবানীর পূর্বেই নিতে হবে । অংশীদারদের গোশত অনুমানে ভাগ করা যাবে না, ওজন করে ভাগ করতে হবে ।
- কুরবানীর চামড়া খয়রাত করিয়া দিতে হইবে । অন্য কোন নেক কাজে ব্যবহার করা যাবে না । তবে নিজে ব্যবহার করা যায় ।
- নিম্নপক্ষে কুরবানীর দুম্বা, ছাগল, ভেড়া ১ বছর, গরু, মহিষ ২ বছর ও উট ৫ বছর বয়স এর হতে হবে ।
- মোটাতাজা, সুন্দর ও নিখুত পশু কুরবানী করা ভালো ।

আজকের আমল : নিজ পরিবারের জন্য দোয়া :

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتَنَا قُرَّتْ أَعْيُنٌ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ أَمْثًا

রাব্বানা হাবলানা মিন্ আযুওয়া জিনা ওয়া যুররিইয়াতিনা কুররাতা আ'উনিউ ওয়াজ আলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা ।
৭৪-সূরা আল-ফুরকান ।

অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর ।

নামায ও মাসআলা : নামাযের ওয়াজিব সমূহ :

সূরা ফাতেহা পড়া - ফাতেহার পরে সূরা পাঠ করা - রুকু-সেজদা ইত্যাদির ক্রম ঠিক রাখা - দুই সেজদার মাঝে সোজা হইয়া বসা - ধীরস্থির ভাবে নামায পড়া - রুকুর পর সোজা হইয়া দাঁড়ান - তাশাহহুদ পাঠ করা - জেহরী নামাযে উচ্চ স্বরে ফেরাত পড়া - দোয়া কুনুত পড়া - সেজদার আয়াতে সেজদা করা - আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে নামায শেষ করা ।